দৈনিক ইনকিলাব

APR 08 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর তৃতীয় সমাবর্তন

গত ২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় সমাবর্তন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের উপাধি বিতরণের এই ক্যাম্পাস ছিল উজ্জ্বল আর প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত। শিক্ষা জীবনের চরম মহেন্দ্রক্ষণ বিবেচিত এ দিনটির জন্য প্রতীক্ষায় থাকে প্রতিটি শিক্ষার্থী। শুধুমাত্র এই একটি দিন যেন ছাত্র জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াকে মিলিয়ে দিয়ে যায়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সেই প্রতীক্ষিত দিন ছিল ২৮ মার্চ। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দু'টি সমাবর্তনের পর এটি ছিল ৩য় সমাবর্তন। সমাবর্তনের বিশেষ কস্টিউম সজ্জিত আগত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, ডীন, ভাইস চ্যান্সেলর, চ্যান্সেলরের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত র‍্যালীর ছন্দতালে সমাবর্তনের শুভ সূচনা ঘটে। চিরসবুজ ক্যাম্পাসের পীচঢালা সরু রাস্তার দু'পাশে রং-বেরঙের ফেস্টুন সজ্জায় সুসজ্জিত

আয়োজনের মাঝ দিয়ে মৃদু এগিয়ে চলা র‍্যালীর সবাই যেন রোমন্থনে ব্যস্ত ছিল। ফেলে আসা ক্যাম্পাস জীবনের কথা, ক্যাম্পাসের প্রতিটি ইঞ্চিতে রয়ে যাওয়া প্রতিটি স্মৃতির কথা স্মরণ করে যেন সকলে চঞ্চল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্য। স্মৃতির সাগরে খেই হারিয়ে ফেলার পূর্বেই শোভাযাত্রা প্রবেশ করে সমাবর্তন মিলনায়তনে। শিক্ষা সমাপনের স্বীকৃতি পেতে মন তখন বাস্তবতার মুখোমুখি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্তদের ডিগ্রী প্রদান, মেধাবীদের স্বর্ণ পদক প্রদান। শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণ, দেশ, জাতি রাষ্ট্র আর শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান হালচাল নিয়ে সমাবর্তন বক্তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক ভাষণ শেষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে তার ভাষণ শেষ করেন। শেষ হয় সমাবর্তনের মূল আনুষ্ঠানিকতা। স্মৃতিময় শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশের প্রাক্কালে আনন্দঘন সমাবর্তনে সনদ গ্রহণের এ অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য ছিল অর্জিত ডিগ্রীর মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া।

❑ সায়ফুল হক সিরাজী